দর্শনা থানার ওসি চতুর্থ বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থ বারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

গত শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের গ্রীল সেটে মাসিক কল্যাণ সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই ও আগস্ট ২০২০ মাস সহ আগামী দিনগুলোতেও এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল অফিসার ইনচার্জ দর্শনা থানা এর হাতে উপহার হিসেবে ক্রেস্ট এবং নগদ ২০,০০০ টাকা এবং সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন।

ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থবারের মতো জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার মনোনীত হওয়ায় এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন অন্যায়কে আমি কখনো প্রশ্রয় দিই না। সবসময় সততার সাথে কাজ করে যেতে চাই, তবে দর্শনাবাসী তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করায় আমি চতুর্থবারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলাতে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে মনোনীত হতে পেরেছি, এজন্য দর্শনাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আপনারা সব সময় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন তাহলে দর্শনাকে আমি মাদকমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত থানা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

সবশেষে তিনি বলেন পুলিশ জনগণের বন্ধু এবং সব সময় জনগণের সেবায় কাজ করে যেতে চাই আপনারা ঠিক তথ্য দিন এবং সেবা নিন।

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক

কার্যক্রম সহ মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন।

তারই ধারা বাহিকতায় আজ শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

মেহেরপুরে আরও ২৭ আনসার সদস্যের প্রত্যাবর্তন

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দ্বিতৃয় পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন আরও ২৭ জন আনসার সদস্য।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে আনসার সদস্যদের বিদায় জানানো হয়। এসময় বিদায়ী আনসার সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় বিদায়ী আনসার সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিরুল ইসলাম।

এ নিয়ে মোট ৫৪ জন আনসার সদস্য নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন

কোটচাঁদপুরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই শ্লোগান নিয়ে অপরাধ দমন এবং পুলিশী সেবা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর সভার ১,২,৩ নম্বর বিটের বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় পৌর শহরের আদর্শ পাড়ার সনি আবাসিক হোটেল চত্তরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম। এসময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। জনগণের জান মালের নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশি সেবা জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইন্সপেক্টর ইমরান আলম,

পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, পৌর আ. লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাংনী পৌর এলাকায় বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি, এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে গাংনী পৌরসভার ১,২ ও ৩ ওয়ার্ড নিয়ে ১ নং বিট এবং ৪,৫. ও ৬ নং ওয়ার্ড নিয়ে ২ নং বিট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় । ১ নং বিট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১ নং বিটের ইনচার্জ গাংনী থানার এস আই মোঃ হাবিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবায়দুর রহমান, ।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মোঃ সাজেদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের জেলা কমিটির সদস্য মোঃ মোকলেচুর রহমান, পৌর কমিশনার আসাদুজ্জামান, মিজানুর রহমান মিজান, মিজানুর রহমান মদন, সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল । সংরক্ষিত কমিশনার ফরিদা পারভিন, সাবেক কমিশনার মোঃ শামসুদ্দিন ।

অনুষ্ঠানে গাংনী পৌরসভার ১,২ ও ৩ নং ওয়াডের বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ গ্রহন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবায়দুর রহমান বলেন, ৯টি ইউনিয়নে ৯টি বিট এবং গাংনী পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ড কে ৩ টি করে ওয়ার্ডে ভাগ করে সমাজের ছোট অপরাধগুলো থানায় না গিয়ে ও একজন বিট অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে । তিনি আরও বলেন, সমাজ থেকে সকল অপরাধ দূর করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব না ।

আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে গাংনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও মাদকসহ সকল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ আপনার পাশে থাকবে । পুলিশকে ঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের সচেতনতামূলক অভিজান ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে মানুষের বেপরোয়াভাবে চলাচলে জেলা পুলিশের সর্তকতামূলক অভিজান ও মাস্ক বিতরণ ।

সোমবার ১১ টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় সহ বিভিন্ন স্থানে ইন্সপেক্টর আব্দুল আওয়াল এর নির্দেশে এই অভিজান পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন মেহেরপুর জেলাতে করোনা ভাইরাসের বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলেছে তাই আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং বাইরে আসলে মাক্স পড়ে চলাচল করতে হবে।

আমরা প্রতিনিয়ত এ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি ও মাস্ক বিতরন করছি। মাস্ক বিহীন চলাচল করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিনহা হত্যা: পুলিশের ৪ সদস্য ফের ৪ দিনের রিমান্ডে

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলার আসামি পুলিশের চার সদস্যকে দ্বিতীয় দফায় চার দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টায় জেলা কারাগার থেকে তাদের জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। এর পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাহব-১৫ কক্সবাজার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারা হচ্ছেন- উপপরিদর্শক লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর করিম,

কামাল হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাকবের সিনিয়র এএসপি খাইরুল ইসলাম জানান, এই পুলিশ সদস্যদের অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দ্বিতীয় দফায় গত ২৪ আগস্ট রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

এর আগে পুলিশের অপর তিন সদস্য ওসি প্রদীপ, পরিদর্শক লিয়াকত ও এএসআই নন্দদুলালকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের মধ্যে প্রদীপকে চার দফায় ১৫ দিন এবং লিয়াকত ও নন্দদুলাল রক্ষিতকে তিন দফায় ১৪ দিন করে রিমান্ডে নেয়া হয়।

লিয়াকত ও নন্দদুলাল ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেও প্রদীপ রাজি হননি। তারা সবাই এখন কারাগারে রয়েছেন। এপিবিএনের তিন সদস্যসহ এ পর্যন্ত আটজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

সূত্র- যুগান্তর

নারী-শিশুর নিরাপত্তায় পুলিশের বিশেষ অ্যাপ, বাটন চাপলেই বিপৎসংকেত

বিপদে নারী ও শিশুদের জরুরিভাবে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে গত বছর একটি বিশেষ অ্যাপ চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ। এটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। অ্যাপটির নাম নির্ধারণসহ পুলিশ মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) অনুমোদন পেলেই চালু হবে নতুন এই সেবা। এর মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা-নিপীড়ন বন্ধে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, মোবাইল ফোনে এই অ্যাপের মাধ্যমে

যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় নারী-শিশুরা একটি বাটন টিপে সংকেত দিতে পারবে। পুলিশের প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে সবচেয়ে কাছে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা ওই নারী বা শিশুর অবস্থান জেনে যাবেন এবং দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যাবেন। অনলাইনের পাশাপাশি ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের বাইরে (অফলাইন) থাকলেও এই বিশেষ বাটন দিয়ে সেবা নেওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রাথমিকভাবে অ্যাপটির নাম রাখা হয়েছিল ‘রোকেয়া’। পরে সেটি পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘আশ্রয়’। নাম চূড়ান্তসহ আইজিপির অনুমোদন পেলেই চালু হবে এই সেবা। ফলে ছিনতাই, অপহরণ, বাল্যবিয়ে, যৌন নিপীড়ন, হয়রানি, ইভ টিজিং, ধর্ষণসহ যেকোনো ধরনের সহিংসতা-নির্যাতন বন্ধে এই অ্যাপ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিববর্ষেই অ্যাপটি চালুর পরিকল্পনা আছে। এরই মধ্যে অ্যাপটি অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। গুগল প্লেস্টোরে সার্চ দিলে এটি পাওয়া যাচ্ছে। অনুমোদনের পর পুলিশের সার্ভারে যুক্ত করে ব্যবহারের জন্য অবমুক্ত করা হবে অ্যাপটি।

তাঁরা জানান, অ্যাপটি অত্যন্ত সহজভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেন লেখাপড়া না জানা নারীরাও ব্যবহার করতে পারেন, শিশু-কিশোরীরাও যেন সহজে বুঝতে পারে এর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের ইনোভেশন শাখা এটি তৈরি করেছে।

জানতে চাইলে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপদির্শক (এআইজি ইনোভেশন) নেসারউদ্দিন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘অ্যাপটি যাঁর ফোনে থাকবে, তিনি একটি সুইচে চাপ দিলেই সবচেয়ে কাছের, অর্থাৎ ওই এলাকার বিট পুলিশ অফিসার এবং থানায় ফোনে কল চলে যাবে। এই কলটি সাধারণ কলের চেয়ে অনেক বেশি শব্দে বাজবে। পুলিশ কর্মকর্তা স্ক্রিনে বিপদগ্রস্তের অবস্থান দেখতে পাবেন।’ তিনি বলেন, ‘অনেক সময় নারীরা বিব্রতকর অবস্থায় সমস্যার কথা বলতে চান না। এ কারণে হেল্প বাটনে চাপ দিলেই হবে। অ্যাপে পরিবারের বা ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে যুক্ত করা যাবে। ফলে স্বজনদের কাছেও বিপদে পড়ার কল যাবে।’ নামও চূড়ান্তসহ আইজিপির অনুমোদন পাওয়ার পরপরই এটি চালু হবে জানান তিনি।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তানভীর হাসান জোহা বলেন, ‘অনেক আধুনিক ফিচারের অ্যাপটি আপডেট করা সম্ভব। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও এটি কাজ করবে।’

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ২৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে ‘যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা ও পোস্টার প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে নারীর জন্য অ্যাপ চালুর প্রস্তাবটি বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মহল থেকে একই দাবি ছিল।

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে।

জেলা পুলিশের আয়োজনে শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিনে ঝিনাইদহের ৩ টি থানার ভারাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান। এসময় পুলিশি সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পুলিশের করণীয় ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে নানা দিক নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোর্টচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম, ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, হরিনাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিমম কোটচাঁদপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেলার ৬ টি থানা ও ৬৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় মোট ৮৫ টি বিটে বিভক্ত করে ইতোমধ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতি বিটে ১ জন এস আই ও ১ জন এএসআই এবং ২ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। বিট পুলিশিং ব্যবস্থায় তাৎক্ষনিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে মানুষ পুলিশের সেবা পাচ্ছে।

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশং এর উদ্বোধন

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার,পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে ।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা (সার্কেল) মোঃ আবু রাসেল , দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, বিট অফিসার এসআই মোঃ আমজাদ হোসেন, এবং সহকারী বিট অফিসার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশিং সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও পুলিশি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।